তারিখ ..23.JAN.2014...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২......

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

শিক্ষার মানে কোনো ছাড় নয়

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনে কড়াকড়ি– এমন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বুধবারের সমকালে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। তবে কেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হলো, সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই আসবে। রোগ-ব্যাধিতে মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য চিকিৎসকের পেশা বেছে নিতে জ্ঞানের উচ্চতর এই অঙ্গনে যারা প্রবেশ করেন, তাদের জন্য উপযুক্ত আয়োজন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কোনো রকমে নির্দিষ্ট কয়েকটি শিক্ষা বছর অতিক্রম করে দেওয়া কিংবা প্রতিটি বিষয়ে সাজেশন অনুযায়ী কয়েকটি বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কেউ চিকিৎসক সনদ পেলে তাঁর হাতে রোগীদের জীবন নিরাপদ না হওয়ার শঙ্কা থেকেই যায়। পাঠ্যবই পাঠের পাশাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষালাভও অপরিহার্য। এ জন্য যেমন আধুনিক ও উন্নত গবেষণাগার ও উপকরণ সুবিধা থাকতে হবে, তেমনি চাই হাসপাতাল ও ক্লিনিক সুবিধা। দেশে বর্তমানে যে ২২টি সরকার পরিচালিত মেডিকেল কলেজ রয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগে এ সুবিধা বিদ্যমান। কিন্তু বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত কলেজগুলোতে একেবারেই ভিন্ন চিত্র। এগুলোতে শিক্ষা নয়; বরং মুনাফাই যেন মুখ্য। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬০টিরও বেশি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। আরও কয়েকটি কলেজ অনুমোদন পাতে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার সঙ্গে চিকিৎসকের অনুপাত এখন পর্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে সরকার চিকিৎসা সুবিধা গ্রামের দিকে বিস্তৃত করার কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলেও এখন পর্যন্ত বিপুল জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে আধুনিক চিকিৎসাসেবার আওতার বাইরে। আমাদের চিকিৎসক সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। দেশের বাইরেও চিকিৎসকের চাহিদা রয়েছে এবং বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য এ ধরনের দক্ষ জনশক্তি রফতানি করার বিষয়টি সবসময়ই বিবেচনায় রাখতে হবে। কেবল সনদপত্রধারী চিকিৎসক তৈরি করা এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ মালিকরা সম্প্রতি ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলেই এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির সুযোগ প্রদানের দাবি করেছেন। এ জন্য তারা ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় স্কোর বা ন্যূনতম নম্বর ১২০ থেকে কমিয়ে ১০০ করতে বলেছেন। এ নিয়ম চালু হলে জিপিএ ৫ পাওয়া যে কোনো শিক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় শূন্য নম্বর পেলেও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবে। অথচ বর্তমান শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেল কলেজে যারা ভর্তি হয়েছে, তাদের সর্বনিম্ন স্কোর হচ্ছে ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৬৬ কিংবা তার বেশি। আমাদের বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ মালিকরা তা হলে কী মানের চিকিৎসক তৈরি করতে চাইছেন? এটা ওপেন সিক্রেট যে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এখন গড়ে ভর্তি ফি ১৫ লাখ টাকা এবং ডেন্টাল কলেজে ছয় লাখ টাকা। মালিকরা বলছেন, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উচ্চ স্কোর নির্ধারণ করায় তারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী পাচ্ছেন না। এর সমাধান হতে পারত ফি ও অন্যান্য শিক্ষা চার্জ কমানো এবং শিক্ষা ও সংলগ্ন হাসপাতালের মান উন্নত করা। কিন্তু মালিকরা দাবি করছেন ভর্তির যোগ্যতা কমাতে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের দাবি মানছে না, এটা সুলক্ষণ। চিকিৎসকদের সংগঠন বিএমএ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবস্থান সমর্থন করেছে। কোনো তদবির-সুপারিশে এ অবস্থানে যেন নড়চড় না হয়, এটাই প্রত্যাশিত। মানুষের জীবন বাঁচানোর আয়োজন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।